ইউনিট ৩

অংশীদারী সংগঠন (Partnership)

ভূমিকা

ব্যবসায় জগতে অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠন হল দ্বিতীয় সদস্য। মুলতঃ এক মালিকানা ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমস্যা যেমন সীমাবদ্ধ পুঁজি, সীমিত আয়তন ও ক্ষেত্র, সীমিত দক্ষতা, পরিমিত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দুর করার প্রয়োজনেই উদ্ভব ঘটে অধিক পুঁজি ও দক্ষতাসম্পন্ন ও মাঝারি আকারের অংশীদারী ব্যবসায়ের। ফলশ্রুতিতে এক মালিকানার সীমিত ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় ব্যাপক ভাবে এবং ব্যবসায়ের আয়তন ও আকার বৃদ্ধি পায় সমাজের চাহিদার ভিত্তিতে। এতে করে একক ব্যক্তির ঝুঁকি বন্টিত হয় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।

পাঠ ১ অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারী ব্যবসায়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারী ব্যবসায়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ মনে করুন, আপনি এবং আপনার আরও দু'বন্ধু এই তিনজনে মিলে একটি ব্যবসায় করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করলেন। আপনাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন ফ্রেন্ডস এন্টারপ্রাইজ। এক্ষেত্রে ফ্রেন্ডস এন্টারপ্রাইজ একটি অংশীদারী ব্যবসায় এবং আপনাদের প্রত্যেককে বলা হবে ঐ ব্যবসায়ের অংশীদার। বাংলাদেশে অংশীদারী ব্যবসায় ১৯৩২ সালের অংশীদারী ব্যবাসায় আইন দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। ঐ আইনের ৪ ধারাতে অংশীদারী ব্যবসায়ের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। "সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে যে কোন একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলে।"

অংশীদারী ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ জন এবং ব্যাংক জাতীয় অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন এর বেশী হতে পারবে না। অংশীদারগণের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা লিখিত হতে পারে, আবার মৌখিকও হতে পারে। চুক্তি যদি লিখিত হয়, তখন তাকে চুক্তিনামা বা চুক্তিপত্র বলে। চুক্তিপত্রে ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় বিক্রয় লিপবদ্ধ থাকে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে পারিস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যে বৈধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলে।

বৈশিষ্ট্য

নিচে অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ-

১. সহজ গঠন

অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পন্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত চুক্তি করে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সহজেই এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। তবে সরকারী নিয়মানুযায়ী এ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

২. সদস্য সংখ্যা

অংশীদারী ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা ন্যুনতম দুইজন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন হতে পারে। তবে ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত এমন অংশীদারী ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ এর বেশী হবে না।

৩. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক

চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি। অংশীদারগণের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা চুক্তি হতে সৃষ্ট- জন্মগত অধিকার বলে বা পদ মর্যাদার ভিত্তিতে নহে। চুক্তির আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা লিখিত ও নিবন্ধিত যে কোন ধরনের হতে পারে।

৪. মূলধন সরবরাহ

এ ব্যবসায়ের মূলধন অংশীদারগণ যোগান দেয়। কে কতটুকু মূলধন যোগান দিবে তা নির্ভর করে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর। অবশ্য চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে কেউ মূলধন বিনিয়োগ না করেও অংশীদার হতে পারে এবং মুনাফা বন্টনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫. লাভ-ক্ষতি বন্টন

চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বন্টিত হয়। চুক্তিপত্রে এ সম্পর্কে কিছু বলা না থাকলে সকলে সমান হারে লাভ-লোসান বন্টন করে।

৬. আইন সংগত ব্যবসায়

অংশীদারী ব্যবসায় আইন অনুযায়ী বৈধ হতে হবে। অসামাজিক বা অবৈধ কাজ করার জন্য এ ব্যবসায় গঠিত হলে তা বৈধ হবে না।

৭. পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

এক বা একাধিক অংশীদার অন্য অংশীদারগণের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। তবে আইন অনুযায়ী প্রত্যেক অংশীদারই ব্যবসায়ের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৮. পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস

প্রত্যেক অংশীদারের প্রতি প্রত্যেক অংশীদারের আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। বিশ্বাস বা আস্থার উপর ভিত্তি করেই অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। আইন অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তিকে "পরম সদ্বিশ্বাস"-এর চুক্তি এবং তাদের সম্পর্ককে "চুড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক" বলা হয়। বিশ্বাসের অভাবে যে কোন সময় ব্যবসায় ভেঙ্গে যেতে পারে।

৯. অসীম দায়

অংশীদারি ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে অসীম। কোন দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবসায়ের সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হলে তা পরিশোধের জন্য অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার হয়। কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে তার দায় ও অন্য অংশীদারগণ বহন করে থাকে।

১০. নিবন্ধন

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হলে কিছু বাড়তি সুযোগ ভোগ করতে পারে।

১১. মালিকানা হস্তান্তর যোগ্য নয়

অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন অংশীদার তার মালিকানা স্বত্ব অন্য কোন অংশীদার বা অন্য করো কাছে হস্তান্তর করতে পারেনা। অন্য সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে মালিকানা হস্তান্তর করলে ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটবে।

১২. পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ব

এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদারএকে অন্যের প্রতিনিধি ও মুখ্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়। ফলে ব্যবসায়ে পক্ষে প্রত্যেকের কাজের জন্য অপর অংশীদার দায়বদ্ধ।

১৩. স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা

এ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অত্যন্ত অনিশ্চিত প্রকৃতির। অংশীদারের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব, পাগল, পারস্পরিক বিরোধ বা অন্য যে কোন কারণে এ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে।

১৪. আইনগত সত্ত্বা

আইনের দৃষ্টিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের পৃথক কোন সত্তা নেই। ফলে ব্যবসায়ের নিজ নামে ইহা কোন মামলা করতে বা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। এরূপ কাজে অংশীদারগণের নাম ব্যবস্থায় করতে হয়।

১৫. বিলোপ সাধন

অংশীদারগণের সর্বসম্মতিক্রমে যে কোন সময় এ ব্যবসায়ের বিলোপ সাধিত হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশীদারগণ নোটিশ প্রদান করে বা আদালতের মাধ্যমে এর বিলোপ ঘটাতে পারে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গুরুত্ব

অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনে মালিক একাধিক থাকায় এর মূলধনের পরিমাণ এক মালিকানা সংগঠন থেকে বেশি কিন্তু কোম্পানী সংগঠন থেকে কম। এ কারণে এটি মাঝারী ঋণের ব্যবসায় সংগঠন হসেবে পরিচিত। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলঃ

১. অধিক মূলধন সংগ্রহ

এ ব্যবসায়ে একাধিক সদস্য থাকায় এবং প্রয়োজনে সকলের সম্মতিক্রমে মূলধন বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় এক্ষেত্রে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হয় এবং প্রয়োজনে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা যায়।

২. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা

এ ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের স্বার্থ এবং অভিন্ন হওয়ায় সকলেই দলবদ্ধভাবে ব্যবসারে সফলতার জন্য কাজ করে। ফলে ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে।

৩. নতুন অংশীদার গ্রহণ

ব্যবসায়ের সম্প্রসারনে বা অন্য কোন প্রয়োজনে এরূপ ব্যবসায়ে ধনী, গুণী এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নতুন অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

৪. যৌথ সিদ্ধান্ত

এ ব্যবসায়ে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকায় কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ Two heads is better than one head. এতে করে ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে।

৫. দক্ষ পরিচালনা

অংশীদারি ব্যবসায়ে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ, পারদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। ফলে দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভব হয়।

৬. অধিক ঋণ গ্রহণের সুবিধা

অধিক অংশীদার থাকায় এবং অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয় বলে অনক ঋণদাতাই এ ব্যবসায়ে ঋণ প্রদানে আগ্রহী হয়।

৭. অসীম দায়ের পরোক্ষ ফল

এ ব্যবসায়ের অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব অসীম হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা অত্যন্ত সতকর্ততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনার চেষ্টা করে। এ ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ এরূপ দায়ের সুবাদে ধার বা ঋণ দানে আগ্রহী হয়।

৮. দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ

এর মূলধন বেশী থাকায় ব্যবসায়িক কাজে প্রয়োজনে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

৯. উত্তোলনের সুযোগ

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেক সময় অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে মূলধন বা মুনাফা উত্তোলন করতে পারে।

১০. পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের সুফল

এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদার একে অপরে প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। ফলে ব্যবসায়ের কাজে যে কোন অংশীদার অন্যদের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে কোন একক অংশীদারের অসামর্থ্যতা ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

১১. সহজ বিলোপ সাধন

এ জাতীয় ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনে কোন সমস্যা নেই। অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় সর্বসম্মতিক্রমে যে কোন সময় এর বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে। তবে নিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিছু সহজ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে যে কোন একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

১৯৩২ সালের অংশীদার ব্যবসায় আইন দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

চুক্তিই অংশীদার ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ২০ জন এবং ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যা ১০ জন।

চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ মূলধন সরবরাহ করে।

চুক্তিতে কিছু বলা না থাকল সকল অংশীদার সমান ভাবে মুনাফা ভোগ করে।

এক অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে।

প্রত্যেক অংশীদারের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে অসীম।

অংশীদারি কারবার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. কোন সালের আইন দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হয়?
   ক. ১৯৩২ খ. ১৯৪৮
   গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৯৯

২. অংশীদারী ব্যবসায়ের মূলভিত্তি কি?
   ক. মূলধন খ. সম্মতি
   গ. চুক্তি ঘ. মালিকানা

৩. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় সর্বোচ্চ সদস্য কত?
   ক. ১০ জন খ. ১৫ জন
   গ. ২০ জন ঘ. ২৫ জন

৪. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সদস্য কত?
   ক. ১০ জন খ. ১৫ জন
   গ. ২০ জন ঘ. ২৫ জন

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান কিভাবে বণ্টিত হয়?
   ক. চুক্তি অনুযায়ী খ. সমান হবে
   গ. মূলধনের অনুপাতে ঘ. সমানুপাতিক ভাবে

৬. চুক্তির অবর্তমানে কিভাবে লাভ-লোকসান বন্টিত হয়?
   ক. সমান হারে খ. মূলধনের অনুপাতে
   গ. সমানুপাতিক হারে ঘ. কম-বেশী হারে।

অংশীদারের প্রকারভেদ ও অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের প্রকারভেদ ও গঠন প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠনের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- কিভাবে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় তা জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অংশীদারের প্রকারভেদ ঃ অংশীদারী ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সমান হয় না। তাই দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী অংশীদারদের নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১. সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার

যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, কারবার পরিচালনা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ের দেনার জন যৌথভাবে দায়ী থাকে, তাকে সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার বলে। এ ধরনের অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

২. নিষ্ক্রিয় অংশীদার

যে সকল অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে। এ জাতীয় অংশীদার সাধারণ অংশীদারদের মত লাভ-লোকসান পায়।

৩. নাম মাত্র অংশীদার

যে অংশীদার ব্যবসায়ে কোন মূলধন বিনিয়োগ করে না এবং ব্যবসায় পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করে না তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায় বা অর্থের বিনিময়ে তার নামের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাকে নাম মাত্র অংশীদার বলে। ব্যবসায়ের দেনার জন্য নাম মাত্র অংশীদার দায়বদ্ধ হবে।

৪. আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার

কোন অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর যদি মূলধন তুলে না নেয় এবং এর বিনিময়ে মুনাফার পরিবর্তে সুদ ভোগ করে তাকে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার বলে। এরা আসলে ব্যবসায়র মালিক বা অংশীদার নয়, এরা ঋণদাতা।

৫. সীমিত অংশীদার

চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে কোন অংশীদারের দায় প্রদত্ত মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ হলে বা সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোন নাবালককে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে অনুরূপ অংশীদারকে সীমিত অংশীদার বলে। এরা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে বা ব্যবসায় বিলোপ সাধন করতে পারে না।

৬. কর্মী অংশীদার

যে ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না কিন্তু নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা ব্যয় করে এবং বিনিময়ে লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তাকে কর্মী অংশীদার বলে।

৭. আচরণে অনুমিত অংশীদার

অংশীদারি আইনের ২(১) ধারা মতে, কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ে অংশীদার না হয়েও যদি মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোন আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। কেউ যদি ঐ অংশীদারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তাহলে তার জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়ী থাকবে।

৮. প্রতিবদ্ধ অংশীদার

যদি ব্যবসায়ের কোন বা সকল অংশীদার কোন ব্যক্তিকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা

জেনেও মৌণতা অবলম্বন করে তবে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে। এদের দায়ও আচরণে অনুমিত অংশীদারদের মত।

অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

১. সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়

যে অংশীদারীব্যবসায়ে সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন, তাকে সাধারণ অংশীদারীব্যবসায় বলে। এটি আবার দুই প্রকারঃ

ক. বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা কোন বিশেষ কাজ করার জন্য অথবা কোন বিশেষ সময়ে কাজ করার জন্য যে সাধারণ অংশীদারীব্যবসায় গঠন করা হয় তাকে বিশেষ অংশীদারী বলা হয়।

খ. ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায়

যে অংশীদারী ব্যবসায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা নির্দিষ্ট কার্যের জন্য গঠিত হয়ে কার্য শেষ হওয়ার পরেও চালু থাকে অথবা নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও ব্যবসায় চালু থাকে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায় বলে। ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায়ের সময় অথবা স্থায়িত্ব কাল অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যেকোন সময় যে কোন অংশীদার অল্প সময়ের নোটিশে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

২. সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায়

যদি কোন অংশীদারী ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের অসীম না থাকে বা কয়েকজন অথবা কমপক্ষে একজন অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমাবদ্ধ বা পরিমিত অংশীদারী ব্যবসায় বলে। অর্থাৎ এ ব্যবসায়ে দু'ধরনের অংশীদার থাকেঃ

ক. সাধারণ অংশীদার অর্থাৎ যাদের দায় অসীম থাকে;

খ. সীমিত অংশীদার অর্থাৎ যাদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে।

অর্থাৎ এ ব্যবসায়ে মোট অংশীদারদের মধ্যে অন্তত একজনের দায় সীমিত অথবা একজনের দায় অসীম থাকতে হবে। মেযন- ২০ জনের মধ্যে ১জনের দায় সীমিত হলে ১৯ জনের দায় অসীম হবে অথবা ১৯ জনের দায় সীমিত হলে ১ জনের দায় হবে অসীম।

অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী

অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন প্রকৃতি একমালিকানা ব্যবসায়ের মত না হলেও উহা জটিল নয়। নিম্নে অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন পদ্ধতি আলোচনা করা হল ঃ

১. দুই বা ততোধিক সদস্যের মিলন

অংশীদারী ব্যবসায় গঠনের উদ্দেশ্য চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পন্ন, ২ বা ততোধিক ব্যক্তিকে একত্রিত হতে হয়। এখানে ততোধিক বলতে সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ২০ জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জনের বেশী হবে না।

২. চুক্তি সম্পাদন

এর পর একত্রিত সদস্যগণের মধ্যে তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বন্টন, মূলধন সরবরাহ,

স্বার্থ ও অধিকার সম্বন্ধে প্রথমেই একটি চুক্তি হতে হবে। কেননা, চুক্তি হচ্ছে অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি। তবে চুক্তি মৌখিক হতে পারে বা লিখিত ও হতে পারে। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলা হয়। মনে রাখতে হবে, চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা গেলেও চুক্তি ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা যায় না।

৩. নিবন্ধন

অংশীদারী কারবার গঠনের জন্য যেমন আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয় না তেমনি গঠিত অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধনও বাধ্যতামূলক নয়। তবে সম্ভাব্য গন্ডগোল নিরসনের জন্য নিবন্ধন করাই উত্তম।

৪. অনুমতি পত্র

গ্রাম এলাকায় অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না। তবে পৌর এলাকার ক্ষেত্রে পৌরসভা বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

৫. কার্যারাম্ভ

উল্লেখিত কার্য সম্পাদনের একটি অংশীদারী ব্যবসায় কাজ শুরু করতে হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অংশীদারী ব্যবসায়ের যে অংশীদার মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নেয় তাকে সাধারণ অংশীদার বরে।

যে অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ তাকে সীমিত অংশীদার বলে।

যে অংশীদার মূলধন বিনিয়োগ না করে কেবলমাত্র ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে, তাকে কর্মী অংশীদার বলে।

যে অংশীদারী ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন, তাকে সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় বলে।

যে অংশীদারী ব্যবসায়ে অন্ততঃ একজন অংশীদারের দায় সীমিত তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায় বলে।

অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে।

লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে।

চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা গেলেও চুক্তিছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.২

১. যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন দেয় ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাকে বলা হয়-
   ক. সাধারণ অংশীদার খ. নিষ্ক্রিয় অংশীদার
   গ. নাম মাত্র অংশীদার ঘ. কর্মী অংশীদার।

২. যে অংশীদার মূলধন দেয় না বা পরিচালনায় অংশ নেয় না তাকে বলা হয়-
   ক. নাম মাত্র অংশীদার খ. সক্রিয় অংশীদার
   গ. আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার ঘ. সীমিত অংশীদার।

৩. যে অংশীদার মূলধন দেয় কিন্তু পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, তাকে বলা হয়-
   ক. সীমিত অংশীদার খ. বিক্রীয় অংশীদার
   গ. প্রতিবন্ধ অংশীদার ঘ. আচরণে অনুমিত অংশীদার

৪. যে অংশীদারী ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায়-দায়িত্ব অসীম তাকে বলা হয়-
   ক. ঐচ্ছি অংশীদারী ব্যবসায় খ. সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায়
   গ. সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় ঘ. কোনটিই নয়।

৫. যে অংশীদারী ব্যবসায় সকল অংশীদারের দায় দায়িত্ব অসীম নয় তাকে বলা হয়-
   ক. সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায় খ. সাধারন অংশীদারী ব্যবসায়
   গ. ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায় ঘ. বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়।

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারী ব্যবসায়ের বিভিন্ন সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশীদারী ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমস্যা বা অসুবিধা জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা

মাঝারি ধরনের সংগঠন হিসেবে অংশীদারী ব্যবসায়ের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। নিম্নে অংশিদারী ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

১. সহজ গঠন

অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তি বদ্ধ হয়ে অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এর জন্য কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

২. অধিক পুঁজি

এ ব্যবসায়ে একাধিক সদস্য থাকার ফলে এবং প্রয়োজনে সকলের সম্মতিক্রমে মূলধন বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় এক্ষেত্রে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৩. ঝুঁকি হ্রাস

এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারকে ঝুঁকি বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি একাধিক অংশীদারের মধ্যে বন্টিত হয় বলে একক ঝঁকি হ্রাস পায়।

৪. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা

অংশীদারী ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের স্বার্থে এক ও অভিন্ন হওয়ায় সকলেই দলবদ্ধভাবে ব্যবসারে সফলতার জন্য কাজ করে। ফলে ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে।

৫. নতুন অংশীদার গ্রহণ

সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে প্রতিভাবান, গুনী ও ধনী ব্যক্তিকে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে ব্যবসায় লাভবান হতে পারে।

৬. সঠিক সিদ্ধান্ত

এ ব্যবসায়ে সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনা করে ব্যবসায়ের জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হয় বলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৭. দক্ষ পরিচালনা

বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশীদার হিসেবে এ ব্যবসায়ে যোগদান করে। প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালিত করতে পারেন।

৮. ঋণ গ্রহণে সুবিধা

এ ব্যবসায় মালিক একাধিক থাকায় এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয় বলে অনেকেই ঋণ প্রদানে আগ্রহী হয়।

৯. দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ

এ ব্যবসায়ের মূলধন এক মালিকানা ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী হওয়ায় ব্যবসায়িক কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে।

১০. উত্তোলনের সুযোগ

এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে মূলধন বা মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

১১. অসীম দায়ের পরোক্ষ সুবিধা

এ ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় অসীম হওয়ার কারণে সকল অংশীদারগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনার চেষ্টা করে। ফলে ব্যবসায়েল অধিক সাফল্য অর্জিত হয়।

১২. পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের সুফল

অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রত্যেক অংশীদার একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। ফলে ব্যবসায়ের কাজে যে কোন অংশীদার অন্যদের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে কোন এক অংশীদারের অসামর্থতা ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।

১৩. আইনগত ঝামেলা মুক্ততা

অংশীদারী ব্যবসায় গঠনে আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র নিবন্ধন ও বাধ্যতামূলক নয়।

১৪. সহজ বিলোপ সাধন

অংশীদারী ব্যবসায় বিলোপ সাধন খুব সহজ। কোন অংশীদার ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ই ব্যবসায় ভেঙ্গে দিতে পারেন। এছাড়া সকল অংশীদার যৌথভাবেও ব্যবসায় বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

অংশীদারী ব্যবসায়ের অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায়ের অনেকগুলো সুবিধা থাকার পরও ইহা অসুবিধা মুক্ত নয়। নিম্নের অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

১. অসীম দায়

সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রত্যেক অংশীদারের দায় ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে অসীম। ব্যবসায়ের দেনা যদি ব্যবসায়ের সম্পত্তি দ্বারা শোধ করা সম্ভভ না হয় তাহলে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দেনা পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। কোন পাওনাদার যে কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা সম্পূর্ণ পাওনা আদায় করে নিতে পারে।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব

এ ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের মতামত নিতে হয়। এতে করে ২টি সমস্যা হয় - প্রথমতঃ সবাইকে যথা সময়ে পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় মতেরও অমিল হয়। ঐ সব কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৩. স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা

অংশীদারী ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব খুবই অনিশ্চিত। অংশীদারের মৃত্যু, মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়াত্ব, পারস্পরিক বিরোধ বা অন্য যে কোন কারণে অংশীদাারি ব্যবসায় ভেঙ্গে যেতে পারে।

৪. পরিচালনায় জটিলতা

অংশীদারী আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারই ব্যবসায়- পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে কোন অযোগ্য অংশীদার এরূপ অধিকতর প্রয়োগে এগিয়ে আসলে ব্যবসায় পরিচালনায় জটিলতা দেখা দেয়।

৫. সীমিত সদস্য সংখ্যা

সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ২০ জন ও ব্যাংকিং অংশীদারী ও ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ জনে সীমাবদ্ধ। যে কারণে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নতুন কোন যোগ্য অংশীদার গ্রহন করা যায় না এবং তহবিলের অভাবে বৃহৎ ব্যবসায়ের সুবিধা লাভ করা যায় না।

৬. অসৎ ও অযোগ্য অংশীদারের কাজের দায়বহন

আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। পারস্পরিক এই প্রতিনিধিত্বের কারণে অনেক সময় অসৎ ও অযোগ্য অংশীদারদের জাকের দায় অন্য অংশীদারকেও বহন করতে হয়। এতে করে প্রতিষ্ঠান

সম্পর্কে অংশীদারদের মনে নিরুৎসাহের সৃষ্টি করে।

৭. মালিকানা হস্তান্তরে অসুবিধা

এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ অবাধে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে বা অন্যান্য অংশীদারদের মতামত না নিয়ে কোন অংশীদার তার মালিকানা ইচ্ছে সত্ত্বেও অপর কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারে না। এতে করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যবসায়ে থেকে যেতে হয়।

৮. পৃথক সত্তার অভাব

অংশীদারী ব্যবসায়ের কোন আইনগত সত্তা নেই। কারণ ইহা আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না। অংশীদারের ব্যক্তিগত সত্তা এবং কারবারের সত্তা এক এবং অভিন্ন। ফলে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য এ ব্যবসায় সুবিধাজনক নয়।

৯. আস্থার অভাব

অংশীদারী ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হল চুক্তি। কিন্তু যে কোন অংশীদার যে কোন সময় এই চুক্তি ভেঙ্গে দিতে পারে তার সাথে সাথে ব্যবসায়েরও মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া যে কোন অংশীদারের মৃত্যু, পাগল হওয়া, দেউলিয়া হওয়া বা অন্য অংশীদারের সাথে মতের অমিল হওয়া ইত্যাদি যে কোন কারণে কারবারের বিলুপ্তি ঘটে। তদুপরি, অংশীদারী ব্যবসায়ের কোন পৃথক আইনগত সত্তা নেই। এ সকল কারণে অংশীদারী ব্যবসায়ের উপর মানুষের আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১০. অসম মুনাফা বন্টন

অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করে কোন কোন ব্যক্তি অংশীদার হতে পারে এবং মুনাফার অংশ ভোগ করে থাকে। এতে পুঁজি বিনিয়োগ কারীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো হলঃ

১. সহজ গঠন, ২. অধিক পুঁজি, ৩. ঝুঁকি হ্রাস ৪. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, ৫. নতুন অংশীদার গ্রহণ

৬. ঋণ গ্রহণে সুবিধা ৯. দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ, ১০. অসীম দায়ের পরোক্ষ সুবিধা

১১. অর্থ উত্তোলনের সুবিধা ১২. পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের সুফল ১৩. আইনগত ঝামেলামুক্ত

১২. সহজ বিলোপ সাধন।

অংশীদারী ব্যবসায়ের মূল অসুবিধাগুলো হল ঃ

১. অসীম দায়	২. বিলম্বিত সিদ্ধান্ত
৩. স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা	৪. পরিচালনায় জটিলতা
৫. সীমিত সদস্য সংখ্যা	৬. অযোগ্য অংশীদারদের কাজের দায় গ্রহণ
৭. মালিকানা হস্তান্তররে বিরোধা	৮. পৃথক সত্তার অভাব
৯. আস্থার অভাব	১০. অসম মুনাফা বন্টন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৩

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোন্‌টি অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা নয়?

ক. সহজ গঠন খ. অধিক পুঁজি

গ. দক্ষ পরিচালনা ঘ. দীর্ঘ স্থায়ীত্ব

২. নিচের কোনটি অংশীদারী ব্যবসায়ের অসুবিধা?

ক. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা খ. পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের সুফল

গ. আইনগত ঝামেলা মুক্ততা ঘ. অসীম দায়।

অংশীদার ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র ও নিবন্ধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তি ও চুক্তিপত্র কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- একটি কাল্পনিক চুক্তিপত্রের নমুনা তৈরী করতে পারবেন।
- চুক্তিপত্রের নিবন্ধন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

চুক্তি ও চুক্তিপত্র

চুক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের মূলভিত্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করা যায় না। তাই চুক্তিকে অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন তন্ত্র বলা হয়। যেখানে কোন অংশীদারী চুক্তি হয়না, সেখানে কোন অংশীদারী ব্যবসায়ও হতে পারে না। কেননা চুক্তি হতেই অংশীদারী সম্পর্ক উৎপত্তি এবং এর দ্বারা অংশীদারীত্বের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। অংশীদারী ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনার পর অংশীদারগণ পরস্পরের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এ সিদ্ধান্তকেই অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তি বলা হয়। চুক্তিতে ব্যবসায়ের যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা থাকে। পরবর্তীকালে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

অংশীদারী চুক্তি লিখিত হতে পারে আবার মৌখিকও হতে পারে। তবে চুক্তি লিখিত হওয়াই উত্তম। কেননা, মৌখিক চুক্তি আইনের চোখে মূল্যহীন। আর অংশীদারী ব্যবসায়ের লিখিত চুক্তিকেই বলা হয় চুক্তিপত্র (Dead)। অর্থাৎ চুক্তি লিখিত হলে তাকে অংশীদারী চুক্তিপত্র বলে।

চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা

অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ মৌখিক চুক্তি আইনের চোখে মূল্যহীন। এ চুক্তি আদালত গ্রহণ করে না। তাছাড়া, মৌখিক চুক্তির শর্ত মনে থাকায় সম্ভাবনাও কম।

অংশীদারী ব্যবসায় গঠনের সময় অংশীদারগণের মধ্যে সদ্ভাব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। পরে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মধ্যে অমিল দেখা দিলে প্রাথমিক সদ্ভাব ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। আর এ থেকেই ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে। কিন্তু চুক্তিপত্রে যদি সকল বিষয়ের বিশদ বর্ণনা থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সৃষ্ট বিবাদ ও ভুল বুঝাবুঝি মিমাংশা করা খুবই সহজ হয়। তাছাড়া, চুক্তিপত্রের আরও কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন-

ইহা স্থায়ী দলিল বলে সহজে সংরক্ষণ করা যায় ও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

চুক্তির শর্ত কেউ অস্বীকার বা অমান্য করতে পারে না।

ইহা ব্যবসায় পরিচালনার দিক নির্দেশনা বা দিক দর্শন হিসাবে কাজ করে।

চুক্তিপত্রে প্রামান্য দলিল বলে আইনগত মর্যাদা লাভ করে।

বিলোপ সাধন সহজ হয়।

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু

অংশীদারী চুক্তিপত্র ব্যবসায় পরিচালার ভবিষ্যৎ দিক-দর্শন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এর বিষয়বস্তু এমন ভাবে নির্ধারণ করা উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে কোন সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। এ লক্ষ্যে অংশীদারী চুক্তিপত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকা উচিৎঃ

১. ব্যবসায়ের নাম ও ঠিকানা;
২. অংশীদারদের বিস্তারিত নাম, ঠিকানা, পেশা।
৩. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, আওতা, মেয়াদ ইত্যাদি;
৪. ব্যবসায়ের স্থান ও সম্ভাব্য এলাকা;

৫. ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কাল;
৬. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ;
৭. অংশীদারদের প্রত্যেকের প্রদত্ত পুঁজির পরিমাণ এবং তা পরিশোধ পদ্ধতি;
৮. মূলধনের উপর সুদ দেয়া হবে কিনা, হলে কত হারে;
৯. অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবে কিনা, পারলে কে কত পরিমাণে এবং কি ভাবে।
১০. অগ্রিম উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য হবে কিনা, হলে কত হারে;
১১. যে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা হবে সে ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন ও সংখ্যা।
১২. যে বা যারা হিসাব পরিচালনা করলে, তাদের নাম ও পদবী।
১৩. ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বন্টনের পদ্ধতি ও হার;
১৪. কে বা কারা ব্যবসায় পরিচালনা করবেন, তাদের সংখ্যা কত জন হবে;
১৫. ব্যবসায়ের হিসাব রক্ষণ ও হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি;
১৬. ব্যবসায়ের হিসাব বহি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সংক্রান্ত নিয়ম;
১৭. ব্যবসায়ের দলিল পত্রে স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী।
১৮. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কোন অংশীদার ঋণ সরবরাহ করলে উক্ত ঋণের পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের হার।
১৯. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অন্যত্র হতে ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি;
২০. অংশীদারগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তৃব্য সম্পর্কিত বিষদ বিবরণ;
২১. কোন অংশীদারকে বেতন দেয়া হবে কিনা, দিলে মাসিক কি পরিমাণে;
২২. ব্যবসায়ের আর্থিক বৎসর কোন মাস হতে আরম্ভ হবে ও কোন মাসে শেষ হবে;
২৩. ব্যবসায়ের সুনাম সম্পর্কিত বিধি বিধান;
২৪. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদারের অবসর গ্রহণ পদ্ধতি;
২৫. কোন অংশীদারের বহিস্কার পদ্ধতি;
২৬. অংশীদারের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের সময় তার পাওনা পরিশোধ এবং ঐ সময়ে ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় নিরূপণ পদ্ধতি;
২৭. ব্যবসায় বিলোপ সাধন পদ্ধতি এবং ঐ সময়ে সম্পত্তি ও দায় নিরূপণ পদ্ধতি।
২৮. চুক্তিপত্র সংশোধন পদ্ধতি।
২৯. কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে মিমাংশার উপায়।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির বাইরে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী বা সংখ্যা গরিষ্ট অংশীদারদের মতামতের ভিত্তিতে মিমাংশা করা হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিবরণ সম্বলিত অংশীদারী চুক্তিপত্রটি প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। চুক্তিপত্রটি অবশ্যই নির্ধারিত মূল্যের স্টাম্পে হতে হবে।

চুক্তিপত্রের নমুনা

মনে করুন, হাবিব ও হাসিব নামে আপনারা দু'বন্ধু পরস্পরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে "ফ্রেণ্ডস এন্টারপ্রাইজ" নামক একটি অংশীদারী ব্যবসায় গঠন করলেন। আপনাদের চুক্তি পত্রের একটি নমুনা নিচে দেয়া হল ঃ

ফ্রেন্ডস এন্টারপ্রাইজ এর অংশীদারী চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষঃ দ্বিতীয় পক্ষ ঃ

জনাব হাবিব রহমান	খোন্দকার হাসিব আহমেদ
পিতা- আসিফ আলী	পিতা- খোন্দকার কবির আহমেদ
রোড নং-১২, বাড়ী নং-১৩	রোড নং-৭, বাড়ী নং-১৮
৩৫২ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ধানমন্ডি	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা ঢাকা	

অদ্য ৩১ জানুয়ারী ২০০৩ ইং তারিখে উপরের পক্ষদ্বয় নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। উপরিউক্ত পক্ষদ্বয় সাবালক, মানসিক ভাবে সুস্থ্য এবং বাংলাদেশের নাগরিক।

চুক্তির প্রতিটি শর্ত উভয় পক্ষ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে আইনত বাধ্য থাকবে। শর্তের বাইরে কোন কাজ করতে হলে উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সর্ব সম্মতিক্রমে ঠিক করবে।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নাম

"ফ্রেন্ডস এন্টারপ্রাইজ" নামে ব্যবসায় পরিচিত ও পরিচালিত হবে।

২. ব্যবসায়ের ঠিকানা

৩৫০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, এই ঠিকানায় ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হবে।

৩. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আমদানী, বিক্রয় ও সরবরাহ কার্যে লিপ্ত থাকবে এবং ভবিষ্যতে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যবসায় লিপ্ত হতে পারবে।

৪. কার্যসীমানা

সমগ্র বাংলাদেশ হবে এ ব্যবসায়ের কার্যক্ষেত্র। প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে শাখা অফিস খোলা যাবে।

৫. মূলধন

বর্তমানে এ ব্যবসায়ের মূলধনের পরিমাণ হবে ৫০ লক্ষ টাকা। ইচ্ছা করলে মূলধনের পরিমাণ পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে পুনঃনির্ধারণ করা যাবে। পক্ষদ্বয় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমান হারে মূলধন সরবরাহ করবে।

৬. অর্থ উত্তোলন

প্রত্যেক অংশীদার নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে মাসিক সর্বোচ্চ ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা) মাত্র উত্তোলন করতে পারবে।

৭. উত্তোলনের উপর সুদ

উত্তোলিত অর্থের উপর বাৎসরিক ১০% হারে সরল সুদ ধার্য করা হবে।

৮. লাভ-ক্ষতি বন্টন

প্রত্যেক অংশীদার মূলধন অনুপাতে লাভ-ক্ষতি ভোগ করবে।

৯. ব্যাংকার

সোনালী ব্যাংক, ব্যাংকার হিসাবে কাজ করবে।

১০. ব্যাংক হিসাব

জনাব হাবিবর হরমান সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখায় ব্যবসায়ের নামে একটি হিসাব খুলবেন এবং নিজে হিসাব পরিচালনা করবেন।

১১. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

সকল অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার অংশগ্রহণ করবে। তবে প্রথম পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১২. পারিশ্রমিক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম পক্ষকে মাসিক ৭ (সাত) হাজার টাকা বেতন দেয়া হবে। দ্বিতীয় পক্ষ মাসিক ২ (দুই) হাজার টাকা করে সম্মানী হিসেবে পাবে।

১৩. চুক্তি ও কাগজ পত্রে স্বাক্ষর

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তির সম্পাদন ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার দায়িত্ব প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের উপর যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে।

১৪. নতুন অংশীদার গ্রহণ

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।

১৫. হিসাব কাল

জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের হিসাব কাল হিসেবে গণ্য হবে।

১৬. চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ

প্রতি বৎসর ৩১ শে ডিসেম্বর বা তার পরবর্তী এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত হিসাব তৈরী ও প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা সাপেক্ষে অংশীদারদের সভায় পেশ করতে হবে।

১৭. অংশীদারের অবসরগ্রহণ

তিন মাসের নোটিশে কোন অংশীদার ব্যবসায় হতে অবসর গ্রহণ করতে পারবে।

১৮. অংশীদারের মৃত্যু

কোন অংশীদারের মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে মৃত্যু ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ জীবিত অংশীদারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবসায় চালাতে পারবে।

১৯. অবসরগ্রহণের ক্ষেত্রে বা কোন অংশীদারের মৃত্যুর বেলায় উক্ত অংশীদারের পাওনা পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে নির্ধারণ ও তার পরবর্তী তিন মাসে সমান তিন কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে।

২০. সুনাম মূল্যায়ন

উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুনামের পরিমাণ নির্ণীত হবে।

২১. সমস্যা নিরসন

অংশীদারদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে চুক্তিপত্র অনুসারে বা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা মিটানো হবে।

২২. বিলোপ সাধন

বিলোপ সাধনের প্রয়োজন মনে হলে তা ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের বিধান অনুযায়ী করা হবে।

আমরা চুক্তিপত্রের সবগুলো ধারা পড়ার পর স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে নিম্নবর্ণিত স্বাক্ষীগণের সামনে স্বাক্ষর দিলাম।

	স্বাক্ষীর নাম	স্বাক্ষর		অংশীদারের নাম	স্বাক্ষর
১.	জনাব আতিক রহমান ৩৭০ গ্রীণ রোড ধানমন্ডী, ঢাকা	অস্পষ্ট	১.	হাবিব রহমান রোড নং-১২, বাড়ী-৩৩ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা	অস্পষ্ট
২.	মতিয়ার রহমান ৩৪০ মিরপুর রোড ধানমন্ডি, ঢাকা	অস্পষ্ট	২.	খোন্দকার হাসিব আহমেদ রোড-৭, বাড়ী-৮, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	অস্পষ্ট

চুক্তিপত্রের নিবন্ধন

সরকারী নিবন্ধকের অফিসে অংশীদার ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্ত করাকে অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলে। এরূপ ব্যবসায়ের নিবন্ধন তেমন জটিল নয়।

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৫৮(১) ধারায় নিবন্ধন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য যে স্থানে ব্যবসায় স্থাপিত হয়েছে বা স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে উক্ত এলাকায় সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের অফিসে নির্ধারিত ফি প্রদান করে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। অত্র ধারার বর্ণনা অনুযায়ী আবেদন পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ঃ

১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রধান অফিসের ঠিকানা;

২. অন্য কোথায় ব্যবসায়ের শাখা অফিস থাকলে তার ঠিকানা;

৩. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি;

৪. ব্যবসায়-আরম্ভের তারিখ;

৫. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;

৬. অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ে যোগদানের তারিখ;

৭. ব্যবসায়ের সম্ভাব্য এলাকা;

৮. ব্যবসায়ের মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে)।

এরূপ আবেদন পত্রে অবশ্যই সকল অংশীদারের বা তাদের পক্ষ হতে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। অংশীদারী আইনের ৫৮(১) ধারা যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা নিবন্ধক তা পরীক্ষা করবেন এবং সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধন বই-এ ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্ত করবেন। এরূপ তালিকাভুক্তির পর হতেই অংশীদারী ব্যবসায়টি নিবন্ধিত হয়েছে বলে ধরা হয়।

অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক?

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠনের নিবন্ধন বাধ্যতামূল করা হয়নি। উক্ত আইন অনুসারে এটি নিবন্ধিত হতে পারে আবার অনিবন্ধিত ও হতে পারে। অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে ব্যবসায় গঠনের সময় উহা নিবন্ধন না করে পরবর্তীতেও সুবিধামত সময়ে নিবন্ধন করতে পারে বা নিবন্ধন না করেও সারা জীবন এটাকে পরিচালনা করতে পারে। কাজেই অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন আইনত বাধ্যতামূলক নয় বরং এটা স্বেচ্ছামূলক।

অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন আইনে বাধ্যতামূলক করা না হলেও অনিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায় অপেক্ষা নিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায় অধিক আইনগত সুবিধা ভোগ করে। চুক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠায়, পাওনা অর্থ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায় অধিক আইনগত সুবিধা ভোগ করে। এ কারণেই অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন হওয়া ভাল। উল্লেখ যে, সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

নিবন্ধন না করার ফলাফল বা পরিণাম

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৬৯ ধারার বিধান অনুযায়ী অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধিত না হলে নিম্নোক্ত অসুবিধা দেখা দেয় ঃ

১. এটি তৃতীয় কোন পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না।

২. প্রতিষ্ঠান বা এর কোন অংশীদার তৃতীয় কোন পক্ষে বিরুদ্ধে চুক্তিজনিত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না। অথচ তৃতীয় পক্ষ ব্যবসায়ের নামে এবং অংশীদারের নামে মামলা করতে পারে।

৩. উক্ত অংশীদারী ব্যবসায়ের কোন অংশীদার তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে প্রতিষ্ঠানের বা সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করে নিজের প্রাপ্য আদায়ে সক্ষম হয় না।

৪. উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্ত মেনে চলার জন্য মামলা করতে পারে না।

৫. কোন তৃতীয় পক্ষ ব্যবসায় বা এর অংশীদারগণের বিরুদ্ধে মামলা করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা এর অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবী বা পাল্টা পাওনা দাবী করতে পারে না।

তবে উক্ত অসুবিধাগুলো সত্ত্বেও অনিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারগণের নিম্নোক্ত অধিকারগুলো বলবৎ থাকে।

যেমনঃ

১. তারা ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন ও বিলুপ্ত ব্যবসায়ের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা করতে পারে;

২. বিলুপ্ত ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ ও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারে;

৩. দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি হতে পাওনা আদায় করতে পারে;

৪. কোন অংশীদার চুক্তিভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে অন্যরা মামলা করতে পারে;

৫. বিলুপ্ত ব্যবসায় হতে নিজ নিজ পাওনা বুঝে নিতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

চুক্তিই অংশীদারী ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় হয়, কিন্তু চুক্তি ছাড়া অংশীদারী ব্যবসায় হয় না।

অংশীদারী ব্যবসায়ের লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলা হয়।

মৌখিক চুক্তি আদালতে গ্রহণ যোগ্য নয়।

চুক্তিতে অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা থাকে।

ব্যবসায়ের প্রকৃতি ভেদে চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ভিন্ন হতে পারে।

চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট মূল্যের স্টাম্পে করতে হয় এবং প্রত্যেক অংশীদার বা তাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধন আইনত বাধ্যতামূলক নয় বরং স্বেচ্ছামূলক।

নিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায় অনিবন্ধিত অংশীদারী ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক আইনগত সুবিধা ভোগ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. অংশীদারী ব্যবসায়ের লিখিত চুক্তিকে কি বলে?

ক. চুক্তি　　খ. চুক্তিপত্র

গ. উকিল নোটিশ　　ঘ. বৈধ চুক্তি

২. কোন ব্যক্তি অংশীদারী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে পারে না?

ক. দেউলিয়া ব্যক্তি　　খ. মাতাল ব্যক্তি

গ. পাগল ব্যক্তি　　ঘ. কোনটিই নয়।

৩. অংশীদারদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তৃব্যের বিবরণ কোথায় থাকে?

ক. সাইনবোর্ডে　　খ. চুক্তিপত্রে

গ. হিসাব বহিতে　　ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অংশীদারী ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি কি?

ক. চুক্তিপত্র　　খ. চুক্তি

গ. অংশীদারদের স্বাক্ষর　　ঘ. হিসাবের বহি।

অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে পারবেন।
- কি কি পদ্ধতিতে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন হতে পারে, তা জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠনের বিলোপসাধন

অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে অংশীদারগণের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধনকে বোঝায়। শুধু চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক শেষ হলেই যে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধিত হয় তা নয়। এক্ষেত্রে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মেরও বিলুপ্তি ঘটাতে হয়। কেননা, চুক্তি ভঙ্গ হলে আবার নতুন চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় চলতে পারে।

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, "সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারী সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সধান বলে।" সুতরাং অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের অবসানকে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলে।

অংশীদারীর ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন পদ্ধতি

অংশীদারী আইনের ৪০-৪৪ ধারা সমূহে অংশীদারী ব্যবসায় কিরূপে বিলোপ সাধিত হয় তা বর্ণিত আছে। নিচে বিলোপ সাধনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

১. চুক্তি অনুসারে বিলোপ সাধন

অংশীদারী আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ের সকল অংশীদার একমত হয়ে ব্যবসায় বিলোপ সাধন করতে পারে। এ ধরনের বিলোপ সাধন যে কোন সময় করা যায়। চুক্তিপত্র ব্যবসায়ের মেয়াদ উল্লেখ থাকলে ঐ মেয়াদ শেষেও এ ধরনের বিলোপ সাধন করা যায়। এ পদ্ধতিকে সম্মিলিত বিলোপ সাধনও বলে।

২. বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঐচ্ছিক বিলোপ সাধন

ঐচ্ছিক অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে যে কোন অংশীদার যে কোন সময় ব্যবসায়ের অন্যান্য অংশীদারদেরকে ব্যবসায় না চালানোর কথা জানিয়ে একটি নোটিশ প্রদান করে ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটাতে পারে। অংশীদারী আইনের ৪৩ ধারা অনুযায়ী একটি বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে কোন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় তার অপারগতার কথা ব্যবসায়ের অন্যান্য অংশীদারদের জানিয়ে দিলেই ব্যবসায়টির বিলোপ ঘটে।

৩. বিশেষ ঘটনা ঘটার ফলে বিলোপ সাধন

অংশীদারী আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী নিচের যে কোন একটি কারণে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন হতে পারে ঃ

ব্যবসায়ের মেয়াদকাল পার হলে;
কোন অংশীদার মারা গেলে বা পাগল হলে।
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হলে এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হলে;
কোন অংশীদারকে আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করলে;
পুরো অংশীদারী ব্যবসায়টি দেউলিয়া হয়ে পড়লে;

৪. বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন

অংশীদারী আইনের ৪১ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত দুটি অবস্থায় যে কোন একটি কারণে বাধ্যতামূলকভাবে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটবেঃ

ব্যবসায়ের সকল অংশীদার বা একজন ছাড়া সকল অংশীদার দেউলিয়া হলে;
সরকার কোন বিশেষ কারণে বা আইন করে কোন ব্যবসায়কে অবৈধ ঘোষণা করলে।

৫. আদালতের মাধ্যমে বিলোপ সাধন

অংশীদারী আইনের ৪৪ ধারা অনুযায়ী কোন অংশীদার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিলোপ সাধনের জন্য মামলা দায়ের করলে আদালত নিম্নের যে কোন কারণে প্রতিষ্ঠানটি বিলোপ সাধনের নির্দেশ দিতে পারেঃ

কোন অংশীদার পাগল হলে;

কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে;
কোন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় স্থায়ী ভাবে অক্ষম হলে;
কোন অংশীদার আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হলে;
কোন অংশীদার ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে অসৎ প্রমাণিত হলে;
কোন অংশীদার ইচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তিভঙ্গ করে ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব করে তুললে;
কোন অংশীদার অন্য অংশীদারদের না জানিয়ে তার মালিকানা বিক্রি বা হস্তান্তর করলে;
ক্রামগত লোকসান হলে এবং ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হলে;
ঋণের কারণে কোন অংশীদারের সম্পত্তি আদালত আটক করলে;
উপরোক্ত কারণ ছাড়া আদালত অন্য যে কোন কারণে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন যুক্তিসঙ্গত মনে করলে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারী সম্পর্কের বিলুপ্তিকে বোঝায়।
ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায়ে যে কোন অংশীদার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ব্যবসায় বিলুপ্ত করে দিতে পারে।
সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমেও ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে।
কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে বা মারা গেলে আদালত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ) চিহ্ন দিন-

১. অংশীদারদের মধ্যবর্তী চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের অবসান কে কি বলে?
ক. চুক্তিভঙ্গ খ. বিলোপ সাধন
গ. চুক্তিপালন ঘ. কোনটি নয়।

২. অংশীদারী আইনের কোন ধারা অনুয়ায়ী বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন হয়?
ক. ৪০ ধারা খ. ৪১ ধারা
গ. ৪২ ধারা ঘ. ৪৩ ধারা

৩. কত ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে?
ক. ৪২ ধারা খ. ৪৩ ধারা
গ. ৪৪ ধারা ঘ. ৪৫ ধারা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.১ ১.ক ২.গ ৩.গ ৪.ক ৫.ক ৬.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ ঃ ৩.২ ১.ক ২.ক ৩.খ ৪.গ ৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ ঃ ৩.৩ ১.ঘ ২.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৪ ১.খ ২.খ ৩.খ ৪.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৩.৫ ১.খ ২.খ ৩.খ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. অংশীদারী ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন।
২. অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী বর্ণনা করুন। অংশীদারী ব্যবসায় কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
৩. অংশীদারের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৪. অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রধান প্রধান সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।
৫. "চুক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি"- আলোচনা করুন।
৬. অংশীদারী চুক্তিপত্র কাকে বলে? অংশীদারী চুক্তিপত্রে কি কি বিষয়ের উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়?
৭. অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক? নিবন্ধন না করার পরিণাম আলোচনা করুন।
৮. কি কি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালত অংশীদারী ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের নির্দেশ দিতে পারে?
৯. অংশীদারী ব্যবসায়ের বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন কি ভাবে ঘটতে পারে?